দৈনিক ইত্তেফাক

৫

SEP. 1 5 1999
SEP. 1 5 1999

তারিখ ... SEP AUG 5 1999 ... ...
পৃষ্ঠ ১৬ কলাম ২......

## বিসিএস শো '৯৯

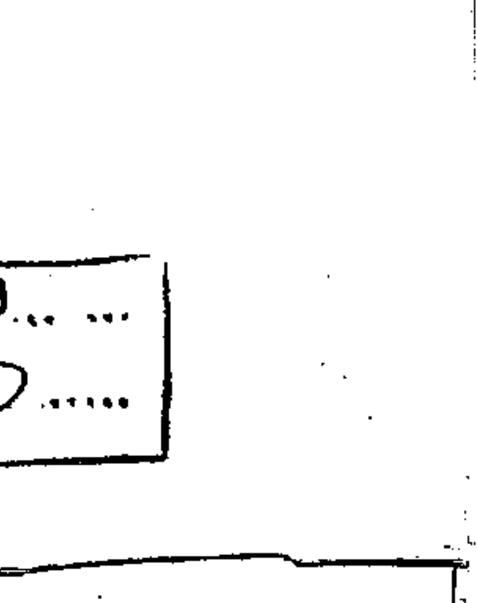

# যেন এক মিলন মে

১১ই সেপ্টেম্বর, শনিবার দুপুর ১২টা, স্থান-আগারগাঁও আইডিবি ভবন, বিসিএস নেতৃবৃন্দসহ অর্থমন্ত্রী এস.এ.এম.এস. কিবরিয়া ফিতা কেটে ভেতরে ঢুকলেন। সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা, মুহূর্তেই বাইরে অপেক্ষমাণ শত শত মানুষ বাধভাঙ্গা ঢেউয়ের মত প্রবেশ করল শতাব্দীর শেষ বিসিএস কম্পিউটার শোতে।

এই হলো গত ১১ই সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া বিসিএস কম্পিউটার শো'র উদ্বোধনী সময়ের সার কথা।

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তিকে ঘিরে সাম্প্রতিককালে চারিদিকে যে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেছে তার প্রতিচিত্রই ফুটে উঠেছে বিসিএস শো'তে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়য়ের ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ কম্পিউটার পেশাজীবীদের দৃপ্ত পদচারণায়, শিশু-কিশোরদের বিস্ময়কর আগ্রহ নিয়ে ষ্টলে ষ্টলে ঘোরা, ঘোরার ফাঁকে কখনও চায়ের কাপে বা কখনো কোল্ডড্রিংকস-এর গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে টুকিটাকি কথোপকথন এই মেলাকে পরিণত করেছে এক সার্বজনীন মিলন মেলায়। হাজার হাজার উৎসুক দর্শকের চাহিদা মেটাতে ব্যাপকভাবে তৎপর হয়েছেন মেলার উদ্যোক্তা ও অংশগ্রহণকারীরা। বইয়ের দোকান, খাবার জন্য ফাষ্ট ফুড, নামাজের জন্য অস্থায়ী মসজিদ, নামকরা সব সিনেমা দেখার ব্যবস্থা আর সেইসাথে পৃথিবীর সব বড় বড় কোম্পানীর আইটি প্রোডাক্ট, মজার মজার কম্পিউটার সিস্টেম, মাউস, প্রিন্টার, কিবোর্ড, গান শোনার জন্য স্পীকার তো আছেই। ইন্টারনেট কানেকশন নেবেন? চলে যান দোতলায় সমস্ত আইএসপিদের সঙ্গে কথা বলুন, তারপর নিজেই বেছে নিন নিজের আইএসপি।

টাইপরাইটারের চেয়েও কম দামে (মাত্র চার হাজার টাকায়) প্রিন্টার পাবেন কোথায়, তাও আবার রঙীন প্রিন্টার। ক্যানন, এইচপি আর এপসনের মত বড় বড় প্রিন্টার নির্মাতারা গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পসরা সাজিয়েছেন রং-বেরং-এর হরেকরকম প্রিন্টারে। এসব প্রিন্টারের দামও ক্রেতাদের নাগালের মধ্যেই। মাত্র ষাট টাকা দামে খালি সিডি এবং গড়পড়তা দেড়শো থেকে আড়াইশো টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে অসংখ্য বিষয় সম্বলিত গান, সিনেমা এবং এমপি থ্রি সিডি। এক সিডি বিক্রেতা জানালেন প্রথম দিনেই তিনি এক হাজার কপি সিডির অর্ডার পেয়েছেন। এসবের পাশাপাশি আমাদের দেশে তৈরী বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও বিনোদনমূলক মাল্টি মিডিয়া সিডিও পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন ষ্টলে। হাইটেক প্রফেশনাল নামক একটি প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ৭১', 'সোনামণি', 'সকাল', 'কবি' প্রভৃতি শিরোনামে দেশীয় প্রেক্ষাপটে তৈরী সিডি বিক্রি করছে মাত্র তিনশত টাকা করে। মেলায় একটি চমৎকার জিনিস উৎসাহী লোকদের নজর কেড়েছে সেটি হল 'রিরাইটেবল সিডি'। এতদিন সিডি থেকে শুধু পড়া যেতো, নতুন করে কিছু লেখা বা কোন পরিবর্তন করা যেতো না। কিন্তু সিঙ্গাপুরের 'ইমেশন' কোম্পানীর তৈরী এই সিডিতে ইচ্ছামত ডাটা



পরিবর্তন করা যায়, তবে অবশ্যই সিডি রাইটার ব্যবহার করে। ছয়শত টাকা দামের এই সিডিরম নিয়ে অনেকেরই মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ও বিশ্ববাজারে কম্পিউটার ও এক্সেসরিজের দাম বেশ বাড়লেও মেলায় কিন্তু বিক্রেতারা সবকিছুর দাম ক্রেতাদের নাগালের মধ্যেই রাখার চেষ্টা করছেন, যাতে আগ্রহী ক্রেতাদেরকে নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরতে না হয়। স্থানীয়ভাবে সংযোজিত (ক্লোন) কম্পিউটার সিস্টেমস মাল্টিমিডিয়া, সিডিরম ইত্যাদি সুবিধাসহই বিক্রি হচ্ছে গড়পড়তা পঁচিশ হাজার থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার মধ্যে। এছাড়াও আইবিএ., কম্প্যাক, হিউলেট প্যাকার্ড, গেইটওয়ে প্রভৃতি কোম্পানীর উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্র্যান্ড মেশিনগুলির স্থানীয় বিক্রেতারাও চলতি বাজার মূল্যের উপর ১০% থেকে ২০% পর্যন্ত ছাড় দিচ্ছেন। যারা ইতিপূর্বে কম্পিউটার কিনেছেন তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে সিডিরম ড্রাইভ, মোডেম, কিবোর্ড, নানান ডিজাইনের কেসিং, মিউজিক সিস্টেম, হাব, সাউন্ড কার্ড, ডিসপ্লে কার্ড ইত্যাদি। এছাড়াও প্রতিদিনই আসছে নিত্য-নতুন চোখ ধাঁধানো পণ্য। যেমন এসেছে গেটওয়ের ৭০০ মেগাহার্জের পেন্টিয়াম থ্রি কম্পিউটার, যার সাথে রয়েছে ডিভিডি, অনলাইন ইউপিএস, সারাউন্ড সিস্টেমসহ আরো কত কি!

**'যদি লাইগ্যা যায়!'**

লটারী বা র‍্যাফেল ড্র'র প্রতি আমাদের আকর্ষণ চিরন্তন। এর ছোঁয়া লেগেছে আইডিবি ভবনেও, বিসিএস কম্পিউটার শো উপলক্ষে শোতে আগত হাজার হাজার দর্শককে আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হরেকরকম গিফট, কুপন ইত্যাদি বিলি করছে, আয়োজন করছে নানারকম প্রতিযোগিতা, লটারী বা র‍্যাফেল ড্র'র, উপরি হিসেবে কম দা
স্ক্যানার, মাউস, কি
যেমন-ডলফিন ক
জন্য র‍্যাফেল ড্র
বিমান টিকেট,
ইত্যাদি পুরস্কার যে
কম্পিউটার্স অবশ্য
জন্যই বিশেষ গিফ
কিছু কিনলেই।
কম্পিউটার বিষয়ক



...পিত ফসলের বাহার —ইত্তেফাক

# ...ণানীর
# ...ফল্য

টিউটের আঞ্চলিক কার্যালয়ের ফার্মে
ীষ বাহির হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের
থমে এগুলি কাটা যাইবে। একটি
াছে সর্বোচ্চ ৯টি। প্রতিটি শীষে ধান
ইহাতে চিটার ভাগ রহিয়াছে
ই মূল হাইব্রীড ধানের বৈশিষ্ট্য। ইহা
া-ভাঙ্গিয়া কয়েক দফা চারা হিসাবে
ট্য এখন পর্যন্ত বজায় রহিয়াছে। দেশী
জমি সার, পানি ও কীটনাশক দিয়া
কাৎকারে ডঃ আব্দুল মজিদ
বষণা ইন্সটিটিউট হাইব্রীড ধান
া হইতে ইহার গবেষণা শুরু
াবেষণা জোরদার করা হইয়াছে।
ষণা ইন্সটিটিউট কম মূল্যে কৃষকদের
দিতে পারিবে। তিনি জানান,
ায়ে মুড়ির চারা ব্যবহার করা যায়
ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ধান
ঞ্চলিক কার্যালয়ের মধ্যে রাজশাহী
দিয়ে বেশ এগিরো মওসুমে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ধান
পাঠকদের জন্য ড্রি ধান উদ্ভাবন করিয়াছে এবং এখনও
আয়োজন করেছে হাইব্রীড ধান গত বোরো মওসুমে
বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এবং শেষ পর্যন্ত গবেষণা সাফল্য লাভ
পুরস্কার। আরো বষণা ইন্সটিটিউটের ফার্মেও এই
প্রকাশনা কম্পিউচালানো হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে
বিচিত্রা, দর্শকদেডঃ মজিদ তাহার গবেষণায় গাজীপুর
স্ক্যানারসহ শতাধিপরিচালকের নির্দেশনা কৃতজ্ঞতার
দশ টাকায় এক
কেউ পেয়ে যাবেটিউটের মহাপরিচালক ডঃ এম,এ,
সুযোগ। একট যপ্রথম সপ্তাহে এই ধান উৎপাদন
বক্সে ফেলে আসুগিয়াছেন। তিনি বাংলাদেশে প্রথম
মধ্যে। তারপর ল মজিদের মেধা ও জ্ঞানের প্রশংসা
থাকলে ঠেকায় ক্রোন্ত ডঃ আব্দুল মজিদের এই
দেওয়া হইলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে